কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৫ ...

ফাঁদে আটকা ভর্তি পরীক্ষা

শরীফুল আলম সুমন ▶

হরতাল-অবরোধসহ দেশজুড়ে চলা রাজনৈতিক অস্থিরতায় ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টিতেই এখনো ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে প্রতিটিরই। তবে একাধিকবার সেই তারিখ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অবস্থা এমন হয়েছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতও করেছে। বলা হচ্ছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সময় বুঝে পরীক্ষা নেওয়া হবে। আবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও থেমে আছে কার্যক্রম। কারণ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকারসহ পরবর্তী কাজ এগোচ্ছে না।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় ১৪ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার তারিখ বদল

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে হয়তো আর কঠোর রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকবে না, তখন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া যাবে। কিন্তু ১২ জানুয়ারি রবিবার থেকে ১৮ দল আবারও অবরোধ ডাকায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আকাঙ্ক্ষায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেও তারা এখন উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোতে দেখা গেছে, ডিসেম্বর মাসে ভর্তি কার্যক্রম শেষে জানুয়ারিতে ক্লাস শুরু হয়। কিন্তু এবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা শেষ করেছে, তাদের পক্ষেও সাক্ষাৎকারসহ অন্যান্য কার্যক্রম শেষ করে জানুয়ারিতে ক্লাস শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

ফাঁদে আটকা ভর্তি পরীক্ষা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হরতাল-অবরোধে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে পারছে না। এর ফলে তাদের সেশনজটে পড়তে হবে—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়নি তারা পরীক্ষা নিয়ে খুব চিন্তায় আছে। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ক্লাস শুরু হয়। এবার যথাসময়ে ক্লাস শুরু করা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।'

ইউজিসি সূত্রে জানা যায়, এখন পর্যন্ত পাঁচবার ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি)। সর্বশেষ গত বুধবার রাবির ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক দফা ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করেছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে নতুন তারিখ নির্ধারণ করতে পারছে না এসব বিশ্ববিদ্যালয়।

বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কেউ কেউ পরীক্ষা নিলেও ফলাফল দিতে পারেনি। আবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। শুধু ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সব কার্যক্রম শেষ করেছে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী বলেন, 'বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। মনে করেছিলাম, নির্বাচনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। সে অনুযায়ীই তারিখ নির্ধারণ করেছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের আমরা ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারি না। তাই পরীক্ষা স্থগিত রেখে অপেক্ষা করছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে। দেরিতে পরীক্ষা নেওয়ার কারণে সেশনজট হবেই। রাজনৈতিক দলগুলোকে বলব, আপনাদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে আমাদের মুক্ত করুন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিন।'

ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় উৎকণ্ঠায় আছে শিক্ষার্থীরা। আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আশায় অনেকেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েরও জানুয়ারির সেশনে ভর্তি হয়নি। মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম বলে, 'জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার আশায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জানুয়ারি সেশনে ভর্তি হইনি। এখন যদি ওই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাই তাহলে এপ্রিলে সেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হতে হবে।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'যে রাজনৈতিক সহিংসতা চলছে তাতে শিক্ষার্থীরা কিভাবে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসবে? হরতাল-অবরোধে শিক্ষক-কর্মচারীদের কোনো সমস্যা নেই। আমরা কিন্তু ঠিকই বেতন পাই। সকল সমস্যা সাধারণ মানুষ আর শিক্ষার্থীদের। রাজনৈতিক দলগুলোকে এসব বিষয় ভেবেই কর্মসূচি দেওয়া উচিত। আবার সরকারকেও জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে হবে।'